আমাদের পত্রিকা

নভেম্বর-ডিসেম্বর -২০১২

সম্পাদকের কথা

সবাইকে শুভেচ্ছা।

সকলের সহযোগিতায় দ্বিতীয় বারের মত "আমাদের পত্রিকা" নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১২ সংখ্যাটি নরসিংদী সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের সোনালী প্রভাত সিআরসির তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করা হলো।

নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভ করে। সুতরাং, ডিসেম্বর মাস আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। এবারের সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করে রয়েছে লেখা ও ছবি। এছাড়া, নিয়মিত বিষয় হিসাবে রয়েছে ধাঁধা, কৌতুক, কবিতা, ছড়া, গল্প।

এবারের সংখ্যায় যারা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ধাঁধা

আন্ধার ঘরে বান্ধর নাচে
দুর দুর করলে আরো নাচে।

ফারজানা আক্তার
প্রতিজ্ঞা গণকেন্দ্র।

এক শালিকের দুই মাথা
শালিক যায় কলিকাতা

মিনারা বেগম

পানিতে জন্ম পানিতে বাস
পানিতে মিশলে সর্বনাশ

বিপ্লব দে
সোনালী প্রভাত
গণকেন্দ্র

পাহাড়ে জন্ম তার, সাগরে তার আসা
চলার পথে মানুষের, করে সর্বনাশ।

ফারজানা আক্তার
প্রতিজ্ঞা গণকেন্দ্র

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর: ১ সময় ২ আয়না ৩ কুড়িগ্রাম ও চৌদ্দগ্রাম ৪ পোশাক

ইচ্ছা

থাকব না ঘরে বসে
লিখবো এবং পড়ব
জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে দেব
সুন্দর জীবন গড়ব।
আমরা সবাই শিখবো
জীবনটা সুন্দর করবো।

মালেকা আক্তার
প্রত্যয় গণকেন্দ্র।

বিজয়

বিজয় মানে রক্তে ভেজা
ত্রিশ লক্ষ প্রাণ
বিজয় মানে বীরাঙ্গনার
লুণ্ঠিত সম্মান।
বিজয় মানে যুদ্ধ কামানের
অবিরাম গর্জন
বিজয় মানে বীরবাঙালীর স্বাধীনতা অর্জন।
বিজয় মানে স্বাধীন দেশের
একটি স্বাধীন ভূমি
বিজয় মানে চলার পথে
শহীদ অগ্রগামী।

বিপ্লব দে
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র

জন্ম-ভূমি

সবার মনে দেয় সে দোলা
রূপের নাহি শেষ।
সেই যে আমার জন্ম ভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ।
শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে
পাকা ধানে সোনালী হাসে
বাতাস এসে লাগল গায়ে
মনে লাগল সুখ।
সেই যে আমার জন্ম ভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ।

মিনারা
প্রতিজ্ঞা গণকেন্দ্র

দেশের মাটি

পাকা ধানের সোনালী রূপ
রূপের নাহি শেষ।
সেই সে আমার জন্ম ভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ।
কষ্টি পাথর দিয়ে যাচাই করি
পাই যে সোনা খাটি
সেই খাটি সোনার চাইতে ও খাটি
বাংলাদেশের মাটি।

শফিকুল ইসলাম
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা স্পর্শ মনি সবাই ভাল বাসে,
সুখের আলো জ্বলে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে।

স্বাধীনতা সোনার কাঠি খোদার সুধা দান,
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ।

মানুষ্যত্বের বান ডেকে যায় পশুর হৃদয় তলে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।

দর্পতরে পদাহত উচ্চ করে শির
শক্ত হীনে ও স্বাধীনতা আখ্যা দানে বীর।

ছনিয়া আক্তার
মহুয়া গণকেন্দ্র

দেশীয় ফল পেঁপের গুনাগুণ

আমাদের দেশে নানা রকম ফল পাওয়া যায়, তার মধ্যে পেঁপে অন্যতম। পেঁপের রয়েছে নানা গুণ। যাদের মেদ সমস্যা রয়েছে, তারা পেঁপে খেতে পারেন অনায়াসে। চোখের সমস্যা ও সর্দি কাশি থাকলে, পেঁপে খাবেন কাজ হবে। কারণ প্রচুর পরিমানে 'ভিটামিন এ' এবং 'সি' আছে। যারা হজমের সমস্যায় ভোগেন তারা পেঁপে খেলে উপকার পাবেন। যাদের কানে ঘন ঘন ইনফেকশন হয়, তারা পেঁপে খেয়ে দেখবেন উপকার হবে। এছাড়াও পেঁপে প্রচুর পরিমানে অ্যন্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল, তাই এটি লাবন্য ও উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে।

রাসীন
চাঁদের হাট গণকেন্দ্র।

লাল সবুজের বাংলাদেশ

মুক্তি বাহিনীর প্রাণের ভাইয়েরা
দেশের সম্মান রাখল তারা
নয় মাস যুদ্ধ করে
হানাদারদের পতন করে,
বিজয়ের নিশান উড়াইল
বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে
স্বাধীনতা পেলাম পেয়ে
জয় হতনা ওদের বিনে
১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিনে
তাদের কথা রাখব মনে।

টুটুল মিয়া
চাঁদের হাট গণকেন্দ্র।

চাষি

চাষিকে কেউ চাষা বলে
করিওনা ঘৃনা
বাচঁব না আমরা কেহ
এই চাষী বিনা
রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে
ভিজে দিবা রাত্রি,
মোদের তরে অন্ন জোগায়
চায়নাকো সে খ্যাতি।

রুম্পা আক্তার
মহুয়া গণকেন্দ্র

জান্নাতুল ফেরদৌস
সোনালী প্রভাত গণকেন্দ্র

ধানের মেলা

আমন ধানের ক্ষেতে দেখ
সোনার রোদের মেলা।
কৃষাণ বধুর মন ভরে যায়,
ভরবে ধানের গোলা।
নতুন ধানের গন্ধে,
মন ভরে যায় আনন্দে।
নতুন ধানের পিঠা খেতে,
উঠবো সবাই মেতে।

বেবি বেগম
দীপশিখা গণকেন্দ্র

কৌতুক

দুই জনের মধ্যে কথা হচ্ছে
প্রথম জন: জানো, আমার বাবা প্রতিদিন শেভ করে।
দ্বিতীয় জন: তার মানে দিনে মাত্র একবার। আর আমার বাবা দিনে কয়বার শেভ করে জানো?
প্রথম জন: কয়বার?
দ্বিতীয় জন: বিশবার।
প্রথম জন: ধ্যাৎ! এ হতেই পারে না, তুমি মিথ্যা বলছো।
দ্বিতীয় জন: মিথ্যা বলব কেন, আমার বাবা তো নাপিত।

আছমা
প্রনয় গণকেন্দ্র

অধিকার

আমরা শিশু ডানা মেলে
নীল আকাশে উরব।
হাজার রঙের স্বপ্ন নিয়ে,
জগৎটাকে দেখব।
সব শিশুরই চাই অধিকার
অন্ন বস্ত্র শিক্ষা।
আমরা শিশু ডানা মেলে
নীল আকাশে উরব।

নাইমুল আলম
দিব শিক্ষা গণকেন্দ্র

বিজয় দিবস

বিজয় দিবসের এই দিনে
স্মরণ করি ভাই তোমাদেরকে।
তোমাদের বুকের রক্তের বিনিময়ে
পথ চলি আজ স্বাধীন দেশে।
৩০ লক্ষ শহীদের আত্মাগুলিতে
যে বিজয় এনে দিল বাংলাদেশে
তাদের আত্মার মাগফিরাতে
চল সবাই বসি মোনাজাতে।
কে বলেছে তোমরা মরেছ?
আমি বলি তোমরা চিরজীবি।
তোমরা মহান, তোমরা উদার ভাই
মরেও বেঁচে আছ সবার মাঝে তাই।

তিষা আক্তার
সোনারতরী গণকেন্দ্র

নবান্ন উৎসব

আজিকে হৃদয়ে পুলকিতে জেগেছে
নবান্নের ছোঁয়ায়
নতুন ধানের নতুন উৎসবে
সকাল সন্ধ্যা বেলায়
থাকবেনা কেউ বাহিরে বসে
চিড়া, মুড়ি পায়েস খেতে,
সকাল সন্ধ্যায় ভিড় পড়ে যায়
গরম পিঠা পুলির ডাকে
সোনালী ধানের সোনালী উৎসবে
মেতে যায় ঘরে ঘরে।

গৌতম রায়
পথের দিশা গণকেন্দ্র

শীতের আগমন

দারুণ খেলা সকাল বেলা
দেখি দূর্বা ঘাসে,
কী সুন্দর হেমন্তের রোদ
শিশির কণা হাসে।

শীত আসে নাই এখনো ভাই
তবু শীতের ছোঁয়া,
এখই গ্রামের ঘরে ঘরে
ভাজছে মুড়ি মোয়া।

নবান্নের উৎসব আসবে
মনের আকাশ জুড়ি
ঘরের কোণে প্রহর গুনছে
আগাম শীতের বুড়ি।

নীলুফা
অবসর গণকেন্দ্র

খাবার দাবার

শরীরটাকে নিরোগ তুমি
রাখতে যদি চাও,
সব ধরনের খাবার দাবার
নিয়মিত খাও।
শাক সবজি রান্নার আগে
রাখতে হবে স্মরণ,
কাটার পরে সবজি ধোয়া
একে বারেই বারণ।

ময়না বেগম
অসীম গণকেন্দ্র।

মুক্তি সোনা

লক্ষ লক্ষ মুক্তি সেনা
জীবন দিল অকাতরে
হাজার হাজার মানুষ আজ
সালাম জানাই তাদের তরে।
হানাদার এল এদেশে
লক্ষ লক্ষ মানুষ মারল
নির্বাচারে, অনাদরে।

তাইতো আজ সবাই মিলে
ঘৃনা করি পাক বাহিনিরে।
দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পরে
মুক্ত করল ভাই এ মাটিরে
পাক হানাদার নিপাত গেল
স্বাধীন হল বাংলাদেশ।

আলো খানম
সোনারতরী গণকেন্দ্র

মাগো তুমি

মাগো তুমি মনের আলো
জ্যোৎস্না রাতের গান
তোমার ছোঁয়া পেলে মাগো
জুড়ায় মন প্রাণ।
মাগো তুমি ফুলের মধু
পাখির কলতান।
তোমার আদর পেলেই মাগো
দু:খ হয় অবসান।

সাগর
প্রণয় গণ কেন্দ্র।

এ সংখ্যার সম্পাদনা পরিষদ: সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার, বিপ্লব কুমার দে, আছমা বেগম, হাফিজা আক্তার , আয়েশা আক্তার ও মো. জাহিদুর রহমান খান। কারিগরি সহযোগিতায়: প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। মুদ্রণে: তিতাস অফসেট প্রেস, লাইব্রেরী পট্টি, নরসিংদী। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশনা। বর্ষ- ১৯, সংখ্যা- ২২৪